মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ আমল

আব্দুল মালেক আহমাদ মাদানী

(পিএইচডি গবেষক, কিং খালেদ ইউনিভার্সিটি, সৌদি আরব)

মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ আমল

আব্দুল মালেক আহমাদ মাদানী

(পিএইচডি গবেষক, কিং খালেদ ইউনিভার্সিটি, সৌদি আরব)

দারুলকারার

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

লেখক পরিচিতি

আব্দুল মালেক আহমাদ মাদানী। বগুড়া জেলা, নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত থালতা মাজগ্রাম, দক্ষিণ পাড়া ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মেজো ভাই মাওলানা মানসুর রহমান এর তত্ত্বাবধানে জীবনের প্রথম ওস্তাজ সিরাজ নগরনিবাসী শাইখ আব্দুল মান্নান বিন হিদায়াতুল্লাহর সান্নিধ্যে কুরআন চর্চা করেন। অতঃপর শায়খ নুমান আজমীর তত্ত্বাবধানে যাত্রাবাড়ি মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়াতে পড়ালেখা করেন। আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরাইশী ﷾ প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাতুল হাদীস থেকে ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে দাওরা হাদীস সম্পন্ন করেন। তিনি ঢাকা আলিয়া থেকে ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে কামিল হাদীস বিভাগে ফার্স্ট ক্লাস পান। ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে স্কলারশিপে সৌদিআরবে গমন করেন। মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক স্টাডিজের উপর অনার্স-মাস্টার্স এবং সিরাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এমফিল সম্পন্ন করেছেন। অতঃপর একই বিশ্ববিদ্যালয় হতে মনোবিজ্ঞানে ডিপ্লোমা করেছেন। হজ, উমরা মওসুমে-উহুদ, খন্দক-সহ একাধিক ঐতিহাসিক স্থানে অনুবাদকের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বিভিন্ন সেন্টারে দাওয়াতী কাজে অংশগ্রহণ করেছেন।

তিনি বর্তমানে কিং খালেদ ইউনিভার্সিটি, সৌদি আরবে পিএইচডি গবেষণায় রত রয়েছেন এবং সিরাতুন্নবী মসজিদ ও মাদ্রাসা কমপ্লেক্স পরিচালনা করছেন। এটি একটি উন্নতমানের যুগোপযোগী দীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যা বগুড়া জেলার অন্তর্গত নন্দীগ্রাম থানার ৪ নম্বর ইউনিয়ন থালতা মাজগ্রামে অবস্থিত।

সম্মানিত শিক্ষকগণ :

বাংলাদেশ: শায়খ আহমাদুল্লাহ রহমানী (রহ), শায়খ নুমান আজমী প্রমুখ। সৌদিআরব: শায়খ আব্দুল মুহসিন আব্বাদ আল-বদর, শায়খ ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক বিন আব্দুল মুহসিন আব্বাদ, শায়খ ডক্টর সুলাইমান আর-রুহাইলী প্রমুখ।

প্রকাশিত গ্রন্থ:

১. সিরাতে রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] (আরবী)
২. মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ আমল
৩. তালিমুন নিসা [মহিলাদের বিশুদ্ধ দীন শিক্ষা]
৪. হানাফী মাযহাবের আলোকে নামাজ ও দুআ শিক্ষা
৫. শিয়াদের অজানা ইতিহাস

ভূমিকা

الحمد لله، نستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا.

আমল কবুলের শর্তই হলো– বিশুদ্ধভাবে তা আদায় করা। আমলী জিন্দেগিকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য "মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ আমল" গ্রন্থটি পাঠকদের খুবই উপকারে আসবে ইনশাআল্লাহ। গ্রন্থের প্রতিটি আমল ও মাসআলা কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে সাজানো হয়েছে–সালাত, সওম (রোযা), হজ্জ, যাকাতের আলোচনা ছাড়াও মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাওহীদ ও সহীহ আকীদা-মানহাজ ইত্যাদি প্রশ্নোত্তর আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

দিন, রাত, সপ্তাহ ও মাসের যেসব আমল সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত; সেসবের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু। অতঃপর জান্নাত লাভের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণের জন্য যে আমলের প্রয়োজন, সে আমলগুলোই এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

একজন মুসলিম দৈনন্দিন জীবনে দুআর মুখাপেক্ষী; তাই প্রতিটি কাজকর্মের দুআ উল্লেখ করা হয়েছে। (সকলের সুবিধার্থে দুআ-দরূদ, যিকির-আযকারসমূহের আরবীর পাশাপাশি বাংলা উচ্চারণ ও অনুবাদ দেওয়া হয়েছে)।

বিয়ে-শাদি, সন্তান লালন-পালন, মাতা-পিতার হক, আত্মীয় ও প্রতিবেশীর হক, ছাত্র-শিক্ষকের হক আদায় করা, মুসলিমের জরুরি দায়িত্ব। একই সঙ্গে প্রতিটি মুসলিমের জন্য ওয়াজিব হলো–দ্বীন ইসলামের মৌলিক জ্ঞান

রাখা। আর সেদিকে খেয়াল রেখেই গ্রন্থটিতে– হালাল-হারাম, আকীকা, নজর-মানত, কসম, যিহার, লিআন, তালাক, শরয়ী ঝাড়-ফুঁকসহ পার্থিব জীবনের শেষ তথা মৃত্যু পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

অধিকাংশ মুসলিমই জানেন না, ভ্রান্ত ফিরকা ও তরীকাওয়ালাদের ভ্রষ্ট আকীদাহ ও তাদের ইতিহাস;তাই খারেজী, শীআ, কাদিয়ানী, চিশতিয়া, নক্সবন্দিয়া, হেযবুত তওহীদ, আহলে কুরআনসহ প্রমুখের মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে। নবীজির ব্যাপারে সমাজে প্রচলিত "তিনি নূরের তৈরি, গায়েব জানেন, হাজের-নাজেরসহ" যাবতীয় মিথ্যার জওয়াব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি মুসলিমের আকাঙ্ক্ষা থাকে–মক্কা-মদীনা ও বায়তুল মাকদিসের ইতিহাস জানা, তাই সেই ইতিহাস উল্লেখ করা হয়েছে। মানব জীবনের পরকালের প্রথম স্বাদ মৃত্যু, অতঃপর কবরের জীবন, কিয়ামত, হাশর-নাশর, আমলনামা, পুলসিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম সবকিছুই উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা গ্রন্থটি কবুল করুন, আমাদের সঠিকভাবে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আব্দুল মালেক আহমাদ মাদানী
১৫/০৪/২০২১

সূচিপত্র

১ম অধ্যায়: আমল করার আগে যা জানা ওয়াজিব ৩১

ইলম ছাড়া আমল মূল্যহীন ৩২

আমল কবুলের শর্ত ৩৪

২য় অধ্যায়: সারা দিনের আমল ৪১

সকালবেলার আমল ৪২

ফরয সালাতের সালামের পর আমল ৪৩

সকাল-সন্ধ্যার দুআ ও যিকির ৪৭

সূর্য উঠার পর আমল ৫৯

চাশ্‌তের সময়ের আমল ৫৯

দুপুরবেলার আমল ৬০

বিকালবেলার আমল ৬১

সন্ধ্যাবেলার আমল ৬২

৩য় অধ্যায়: সারা রাতের আমল ৬৪

রাতের প্রথম প্রহরের আমল ৬৫

এক রাকআত ও তিন রাকআত বিতর সালাতের দলীল: ৬৫

এক রাকআত বিতর সালাত পড়ার নিয়ম: ৬৫

বিতর সালাতের পর তাহাজ্জুদ পড়া কি জায়েয? ৬৭

দুআ কুনুত না পড়লে বিতর সালাত কি আদায় হবে? ৬৭

মহিলাদের কবর যিয়ারতের বিধান কী? ১৭৬
যদি আমরা মতানৈক্য করি, তবে আমরা কোনদিকে প্রত্যাবর্তন করব? ১৭৬
ইসলাম ও ঈমান ভঙ্গকারী বিষয় কয়টি ও কী কী? ১৭৭
গণক বা জ্যোতিষীর কাছে যাওয়ার হুকুম কী? ১৭৯
জাদুর হুকুম কী? ১৮০
মুনাফেক কাকে বলে? কত প্রকার ও কী কী? ১৮০
কেন ইসলাম ধর্মে পীরের স্থান নেই? ১৮১
সমাজে বহুল প্রচলিত কাদেরিয়া, নক্সবন্দিয়া, চিশতিয়া, মুজাদ্দেদিয়া ব্রেলভিয়া, তরীকার পীর ও মুরিদ রয়েছে, প্রশ্ন হচ্ছে এসব তরীকাগুলোকে কি ইসলাম সর্মথন করে? ১৮১
নবীজির ব্যাপারে একজন মুসলিম কীরূপ আকীদা রাখবে? ১৮২
নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর নাম কয়টি ও কী কী? ১৮৩
অনেকে রাসূল ﷺ-কে 'হুজুর' বলে ডাকে, প্রশ্ন হলো 'হুজুর' কি রাসূল ﷺ-এর নাম? ১৮৪
হাযির-নাযির কি রাসূল ﷺ-এর শানে ব্যবহার করা যাবে? ১৮৪
রাসূলুল্লাহ ﷺ কি গায়েব জানেন? ১৮৪
রাসূলুল্লাহ ﷺ কি দুনিয়ার জিন্দেগি থেকে বিদায় নিয়েছেন? ১৮৫
নবী-রাসূলগণের পর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তি কারা? ১৮৫
রাসূল ﷺ-কে নিয়ে কি কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি বৈধ? ১৮৫
রাসূল ﷺ কি নূরের তৈরি? ১৮৬
রাসূল ﷺ সৃষ্টি না হলে পৃথিবী সৃষ্টি হতো না এ কথাটা কি সত্য? ১৮৬
রাসূল ﷺ কি সর্বপ্রথম সৃষ্টি? একটি তাত্ত্বিক আলোচনা ১৮৭
সর্বপ্রথম সৃষ্টি কোনটি? ১৮৮
আদম ﷺ কি রাসূল ﷺ-এর নামের উসীলা করে দুআ করেছেন? ১৮৯
রাসূল ﷺ তার উম্মতের জন্যে কি রেখে গেছেন? ১৯০
কবর পাকা কিংবা কবরের উপর গম্বুজ বানানোর হুকুম কী? ১৯০
রাসূল ﷺ-এর কবরের উপর সবুজ গম্বুজ কেন? ১৯০
রাসূল ﷺ কি তাঁর কবরে জীবিত আছেন? ১৯১

যে-ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর কবর যিয়ারত করবে তার জন্য শাফাআত ওয়াজিব হইবে, একথা কি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত? ১৯১
'আমার সালাম রাসূল ﷺ-এর কবরে পৌঁছে দিও' এমন বলা কি ঠিক? ১৯২
রাসূল ﷺ-এর কবর আর রওজা শরীফ কি একই জিনিস? ১৯২
রাসূল ﷺ-এর অবমাননার হুকুম ১৯৩
রাসূল ﷺ-এর অবমাননার পরিণাম ও শাস্তি ১৯৪
সাহাবী ও উম্মাহাতুল মুমিনীনদের গালি দেওয়া কিংবা তাদের নিয়ে সমালোচনার হুকুম কী? ১৯৫
শাসকের বিরুদ্ধে কি বিদ্রোহ করা যাবে? শাসকের আনুগত্যের ব্যাপারে রাসূল ﷺ কি নির্দেশ, দিয়েছেন? ১৯৬
হরতাল-অবরোধ কি ইসলামে বৈধ? ১৯৭
জিন সম্প্রদায় কি মানুষের ওপর আসর করতে পারে? ১৯৮

৮ম অধ্যায়: পবিত্রতা অর্জন ১৯৯
পানির প্রকারভেদ ২০০
অযুর ফরয ও সুন্নাতের বিবরণ ২০০
অযুর ফরয কয়টি ও কী কী? ২০০
অযুর সুন্নাত গুলো কী কী? ২০১
ঘাড় মাসেহ করার হুকুম কী? ২০৩
অযু ভঙ্গের কারণ কয়টি ও কী কী? ২০৩
নবজাতক বা এক থেকে তিন বছর বয়সের শিশুর লজ্জাস্থানে হাত লাগলে কি অযু নষ্ট হয়ে যাবে? ২০৪
ইসতিনজা ২০৪
প্রস্রাব-পায়খানার ক্ষেত্রে যা হারাম ২০৫
তায়াম্মুম ২০৫
মেসওয়াক ২০৫
মোজার ওপর মাসেহ করা ২০৬
পাগড়ির ওপর মাসেহ করা ২০৭
গোসল ফরয হওয়ার কারণসমূহ ২০৭

ফরয গোসলের নিয়ম ২০৭
ঢিলা-কুলুখের সুন্নতী তরীকা ২০৮
প্রস্রাব-পায়খানার পরে নাপাকি কীভাবে দূর করতে হবে? ২০৮
ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে নির্লজ্জতা ২০৯
হায়েয, ইস্তেহাযা ও নিফাসের হুকুম-আহকাম ২১০
হায়েযের রক্তস্রাবের ধরন ২১০
হায়েয শুরু হওয়ার বয়স ২১০
হায়েযের সময়সীমা ২১১
ঋতুমতী নারীর পক্ষে যা করা নিষেধ ২১২
হলুদ ও মেটে বর্ণের রক্তের হুকুম ২১৩
ভেঙে ভেঙে হায়েয আসার হুকুম ২১৩
ইস্তিহাযা ২১৪
হায়েয ও ইস্তিহাযার রক্তের মধ্যে পার্থক্য ২১৪
হায়েয শেষে ঋতুমতী নারীর করণীয় ২১৬
ফরয গোসল করার নিয়ম ২১৬
ঋতু বা নিফাস থেকে সূর্যাস্তের পূর্বে পবিত্র হলে করণীয় ২১৬
নিফাস ২১৭
নিফাসের সময়সীমা ২১৭
নিফাসের আহকাম ২১৭

৯ম অধ্যায়: পবিত্র কুরআন শিক্ষা ২১৯
পবিত্র কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব এবং তার ফযীলত ২২০
কুরআন কখন ধরা যাবে আর কখন ধরা যাবে না? ২২১
কুরআনকে ‘কুরআন শরীফ’ বলা যাবে কি? ২২১
কুরআনুল কারীম তেলাওয়াতের নিয়ম ও আদব ২২১
কুরআনের কিছু সূরা ও আয়াত তেলাওয়াতের ফযীলত ২২৩
কয়েকটি ছোটো ছোটো সূরা ২২৫

১০ম অধ্যায়: সালাতের পদ্ধতি ও গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহ ২৩১
সালাত জামাতের সঙ্গে আদায় করার ফযীলত: ২৩২
তাকবীরে তাহরীমার সঙ্গে সালাত পড়ার ফযীলত: ২৩২

মক্কা ও মসজিদুল হারামে কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা ৪৫৬
মক্কা ও মসজিদুল হারামের ফযীলত ৪৫৮
মক্কা ও মসজিদুল হারামে করণীয় ও বর্জনীয় ৪৫৯
মদীনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও তার ফযীলত ৪৫৯
রাসূল ﷺ-এর কবরের উপর গম্বুজ তৈরির ইতিহাস ৪৬১
মদীনার নাম ৪৬৩
মদীনার সম্মান মর্যাদা ও ফযীলত ৪৬৩
মদীনায় আমাদের যা করণীয় ৪৬৫
বায়তুল মাকদাসের ফযীলত ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৪৬৬
ইবরাহীম ﷺ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ঐতিহাসিক ঘটনা ৪৬৬
ইহূদীদের উত্থান-পতনের ইতিহাস ৪৬৮
ইসলামী যুগ ৪৭০
খুলাফায়ে রাশেদার যুগ ৪৭০
বাইতুল মাকদাসের ফযীলত ৪৭২
বাইতুল মাকদাস ফিরে পেতে আমাদের করণীয় ৪৭৩

২০শ অধ্যায়: কতিপয় ভ্রান্ত ফিরকা ৪৭৫
খাওয়ারেজ ও তাদের ভ্রান্ত আকীদা ৪৭৬
হাদীসের আলোকে খারেজীদের কিছু বৈশিষ্ট্য ৪৭৭
শীআ ও তাদের ভ্রান্ত আকীদা ৪৭৭
মুতাযিলা ও তাদের ভ্রান্ত আকীদা ৪৭৮
আহলে কুরআন ও তাদের ভ্রান্ত আকীদা ৪৮০
হেযবুত তওহীদ ও তাদের ভ্রান্ত আকীদা ৪৮১
কাদিয়ানী ও তাদের ভ্রষ্টতা ৪৮৫

২১শ অধ্যায়: কতিপয় ভ্রান্ত তরীকা ৪৮৯
কাদেরিয়া তরীকা ও তাদের ভ্রান্ত-আকীদা ৪৯০
নক্সবন্দিয়া তরীকা ও তাদের ভ্রান্ত আকীদা ৪৯০
নক্সবন্দিদের আকীদা ৪৯১
চিশতিয়া তরীকা ও তাদের ভ্রান্ত আকীদা ৪৯১

মুজাদ্দেদিয়া তরীকা ও তাদের ভ্রান্ত আকীদা ৪৯২
ব্রেলভি তরীকা ও তাদের ভ্রান্ত আকীদা ৪৯৩
ব্রেলভিদের আকীদা-বিশ্বাস ৪৯৪

২২শ অধ্যায়: কতিপয় কথা ও কাজে অগণিত সওয়াব ৪৯৭
দশজন কৃতদাস মুক্ত করার সওয়াব ৪৯৮
সওয়াবের পাল্লা ভারী করে যে আমল ৪৯৮
যে আমলে রাসূল ﷺ-এর শাফাআত ওয়াজিব হবে ৫০০
জান্নাতের আটটি দরজা উন্মুক্তের আমল ৫০০
যে আমলে জান্নাত আবশ্যক হয়ে যাবে ৫০১
এক বছর নফল সিয়াম ও তাহাজ্জুদ সালাত আদায়ের সওয়াব ৫০১
যে আমলে জান্নাতে ঘর নির্মাণ হবে ৫০১
রাতে স্ত্রীকে জাগ্রত করার সওয়াব ৫০২
মসজিদ নির্মাণের সওয়াব ৫০২
যে আমলে সম্পদ বৃদ্ধি হয় ৫০৩
জাহান্নাম থেকে সত্তর বছরের রাস্তা দূরে থাকার আমল ৫০৩
ইমামের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত তারাবী পড়ার সওয়াব ৫০৩
দৃষ্টিহীনতায় ধৈর্যের জন্য জান্নাত ৫০৪
জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের হেফাযতে জান্নাত ৫০৫
স্বামীর সন্তুষ্টিতে স্ত্রীর জান্নাত লাভ ৫০৫
মুমিন নারী-পুরুষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ৫০৭
রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা ৫০৭
যে আমলে জান্নাতে হুরেঈন গ্রহণের সুযোগ হবে হয় ৫০৭
আরশের নিচে ছায়া লাভের সুযোগ ৫০৮

২৩শ অধ্যায়: কতিপয় নিষিদ্ধ কথা-কর্মের ভয়াবহতা ৫০৯
রিয়া বা লোকদেখানো সৎ আমল ৫১০
নিফাকী বা দ্বিমুখী আচরণ ৫১০
অহংকার ৫১০
কাপড় টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরা ৫১১
হিংসা ৫১১

সুদ	৫১১
মদ্যপান	৫১১
মিথ্যা	৫১১
গুপ্তচরবৃত্তি	৫১২
চিত্রাঙ্কন	৫১২
চোগলখোরি	৫১২
গীবত	৫১২
অভিশাপ	৫১৩
স্বামী-স্ত্রীর গোপন বিষয় ফাঁস করা	৫১৩
অশ্লীলতা	৫১৩
হত্যা	৫১৩
ব্যভিচার	৫১৪
চুরি-ছিনতাই-ডাকাতি	৫১৪
গানবাজনা	৫১৪
হস্তমৈথুন	৫১৪
সমকামিতা	৫১৫
মুসলিমকে কাফের বলা	৫১৫
মুসলিম দেশে আশ্রয়প্রাপ্ত কাফেরকে হত্যা করা	৫১৬
আল্লাহর বন্ধুদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ	৫১৬
অসৎ লোককে নেতৃত্ব দেওয়া	৫১৬
বিনা ইলমে ফতোয়া দেওয়া	৫১৭
সালাতে অবহেলা করা	৫১৭
অন্যের জমিন দখল	৫১৭
মুসলিমদের বিপদে খুশি হওয়া	৫১৮
মুসলিম ভাইয়ের সঙ্গে কথা না বলা	৫১৯
দুশ্চরিত্রতা	৫১৯
দানের পর খোঁটা দেওয়া	৫১৯
হারাম জিনিস দর্শন	৫১৯
বিক্রয়ের সময় শপথ করা	৫২১
কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা	৫২১

কবরের উপর গম্বুজ তৈরি করা ৫২১
বিনা প্রয়োজনে ভিক্ষাবৃত্তি ৫২২
স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানি পান ৫২৩
দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া ৫২৪

২৪শ অধ্যায়: অনন্তের পথে যাত্রা ৫২৫

মৃত্যুকে স্মরণ ৫২৬
কবর ৫২৬
শিঙায় ফুৎকার ৫২৭
পুনরুত্থান ৫২৮
হাশর ৫২৮
শাফাআত ৫২৯
হিসাবনিকাশ ৫২৯
আমলনামা প্রদান ৫৩০
মিযান বা দাঁড়িপাল্লা ৫৩০
হাওযে কাওসার ৫৩০
পুলসিরাত ৫৩২
জাহান্নাম ৫৩২
কানতারা ৫৩৩
জান্নাত ৫৩৪
হে মুসলিম ভাই-বোন! ৫৩৫
গ্রন্থপঞ্জি ৫৩৭

ইলম ছাড়া আমল মূল্যহীন

এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, ইলম ছাড়া আমল মূল্যহীন। তাই সর্বপ্রথম ফরয হলো-ইলম অর্জন অর্থাৎ আমল করার আগে সেই আমলের নিয়মকানুন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জন করা। কারণ আমল যদি ইলম ছাড়া হয়, তাহলে তা শুদ্ধ হবে না। আর আমল সম্পর্কে দুইটি জিনিস জানা অপরিহার্য। একটি হলো- আমলটি রাসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত কি না? দ্বিতীয়টি হলো- রাসূল ﷺ সেই আমল কীভাবে আদায় করেছেন?

মুসলিম নরনারী যে আমলগুলো দৈনন্দিন জীবনে অনুশীলন করে থাকেন তার নিয়মকানুন ও পদ্ধতি সম্পর্কে জানা ফরয।

আল্লাহ তাআলা বলেন: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ অর্থাৎ সেই সত্তা সম্পর্কে জানো, যিনি ছাড়া সত্য কোনো মা'বূদ নেই।[১]

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা আমলের পূর্বে ইলমের কথা বলেন। ইমাম সুফিয়ান সাওরী ﷺ-কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, ইলমের মর্যাদা বেশি, না আমলের মর্যাদা বেশি? উত্তরে ইমাম সুফিয়ান সাওরী ﷺ বলেন, ইলমের মর্যাদা বেশি; তুমি কি আল্লাহর সেই মহান বাণী শোনোনি-যেখানে আল্লাহ তাআলা ইলমকে আমলের পূর্বে উল্লেখ করে বলেছেন: সেই সত্তা সম্পর্কে জানো যিনি এক ও অদ্বিতীয়।[২]

ইমাম বুখারী (রাহি.) তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থের 'ইলম' অধ্যায়ে

بَاب الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

'কথা ও আমলের পূর্বে ইলম অর্জন' পরিচ্ছেদ এনেছেন এবং এই পরিচ্ছেদে প্রথমেই সূরা মুহাম্মাদ-এর ১৯ নং আয়াতটি নিয়ে এসে বলেছেন: আল্লাহ ইলম দ্বারাই শুরু করেছেন। [প্রুফ রিডারের সংযোজন]

---

১. সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:১৯

২. হিলইয়াতুল আওলিয়া, আসবাহানী: ৭/২৮৫, শুআবুল ঈমান, বাইহাকী: ৩/২১৭/১৫৭১

আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾

অর্থাৎ বলুন, যারা জানে-আর যারা জানে না; তারা কি সমান?[৩] অর্থাৎ যারা ইলম অর্জন করে এবং ইলম অনুযায়ী আমল করে, তারাই শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ﴾

অর্থাৎ তোমরা যা জানো না, তা যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে দলীল-প্রমাণ সহকারে জেনে নাও।[৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»

"ইলম অর্জন করা প্রতিটি মুসলিম নরনারীর উপর ফরয।"[৫]

উল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ বলেন, প্রত্যেক মুসলিমের ওপর শরীয়তের প্রয়োজনীয় বিধানসমূহ; বিশেষ করে- তাওহীদ, সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত এবং পারস্পারিক চলাফেরা, লেনদেন সম্পর্কিত বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা ফরয, এমনকী যে নফল-মুস্তাহাব আমল করার ইচ্ছা পোষণ করবে, তা সম্পর্কেও জানা ফরয। আর শরীয়তের সকল বিষয়ে ইলম অর্জন করা ফরযে কেফায়া অর্থাৎ সমাজ, গ্রাম বা মহল্লার থেকে একজন যদি সেই ব্যাপক ইলম অর্জন করে, তাহলে অন্যরা গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি কেউ অর্জন না করে, তাহলে সবাই গুনাহগার হবে। উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে যেটা জানা গেল, তা হলো প্রতিটি আমলের পূর্বে ইলম অর্জন বা সেই আমল সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা অত্যাবশ্যক।

---

৩. সূরা যুমার ৩৯:৮
৪. সূরা নাহল ১৬:৪৩, ৪৪
৫. সুনানে ইবনে মাজাহ: ২২৪, মুসনাদে বাযযার: ৭৪৭৮